

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদের মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্বেতা জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার বিবরণ।**

যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ২১ নং আইন) এর ২২ ধারা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদ (সংগঠন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ১১নং আইন) এ বর্ণিত ১ম তফসিল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে;

এবং যেহেতু সরকার ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে এবং উক্ত আলোচনার পরিণতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পুনর্নির্ধারিত পরিসীমায় পরিচালিত করিতে সম্মত হইয়াছে;

সেহেতু সরকার উপরি উক্ত আইনের ২৩(খ) ধারার প্রসঙ্গ ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বেতা জেলা পরিষদের সম্পর্কিত এ খেলায় অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ম ও নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন পর্বেতা জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল;

**(ক) কার্যক্রম:**

- (১) মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- (২) উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগার ও বাস্তবায়ন;
- (৩) সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (৫) সাধারণ পাঠ্যপুস্তক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (৬) গ্রন্থ-সংগ্রহ ক্রয় ও বিক্রয়;
- (৭) ছাত্র-সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম;
- (৮) ছাত্র-সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম;
- (৯) মাধ্যমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন;
- (১০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- (১১) শ্রেণী ও দৃষ্টি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত বাস্তবায়িত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ;
- (১২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণী ও আর্থিক উন্নয়ন এবং শ্রেণী ও আর্থিক উন্নয়ন কার্যক্রম;
- (১৩) সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি;
- (১৪) মাধ্যমিক শিক্ষার আওতাধীন জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি কার্যালয় এবং সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষদের চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সদস্য/কর্মকর্তা পরিদর্শন করিতে পারিবেন। তবে পরিদর্শনের জন্য মনোনীত কর্মকর্তার পদমর্যাদা কোনক্রমে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিম্নে হইবে না; এবং
- (১৫) সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

**(খ) কর্মকর্তা, কর্মচারী, সম্পত্তি ইত্যাদি:**

- (১) জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলার কার্যালয়ের অন্যান্য অফিসার ও কর্মচারী;
- (২) জেলার সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারী;
- (৩) জেলার সকল বেসরকারি মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারী;
- (৪) সরকারি, বেসরকারি, দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত আর্থনৈতিক-আনুষঙ্গিক, মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারী;
- (৫) মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের উপস্থিতি গ্রন্থাগার অধীনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী;
- (৬) উল্লিখিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কনস্টেবল, বাবদিল, হার্ড, অফিসার, সম্পদাধিকারী কর্মচারী, সংরক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রত্নসম্পাদনা হইতে প্রাপ্ত জেলা পরিষদ তহবিলে ন্যস্ত হইবে;
- (৭) উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বিষয়াদি সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদে স্থানান্তর করিতে।

**১.০। শর্তাবলী:**

১.১। জেলা শিক্ষা অফিস: সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতাসহ কর্মসূচির অন্যান্য ব্যয় এবং পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সর্বোচ্চ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন পর্বেতা জেলা পরিষদের অনুমোদিত বরাদ্দ প্রদান করিতে।

১.২। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়: সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ বাজেটে বরাদ্দকৃত অন্যান্য ব্যয়ের অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন পর্বেতা জেলা পরিষদে প্রদান করিতে।

১.৩। মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের প্র.শি.ও.মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশসহ বাজেটে বরাদ্দকৃত অন্যান্য ব্যয়ের অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন পর্বেতা জেলা পরিষদের অনুমোদিত প্রদান করিতে।

১.৪। সরকারি-বেসরকারি, শ্রেণী-বিহীন স্বল্প মূল্যবোধিতা পরিচালিত মাধ্যমিক/নিম্নমাধ্যমিক/আঞ্চলিক-অন্যায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য স্বল্পের অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরামর্শ বিধি মোতাবেক সাদাঘাট পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুদানে প্রদান করিবেন।

১.৫। উপরে উল্লিখিত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও অফিসের অন্যান্য কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য স্বল্পের অর্থ ও ঊর্ধ্বস্থির জন্য প্রকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাদাঘাট পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুদানে প্রদান করিবে।

১.৬। পরিষদ সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মকর্তা, অধ্যক্ষ ও সমন্বয় সাধন করিবে।

১.৭। পরিষদ সরকারের প্রচলিত বিধি/নীতিমালা/বিধি-বিধান অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠন, স্থগিত এবং বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

২.০। নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও পূজা:

২.১। জেলা শিক্ষা অফিস ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়:

জেলা শিক্ষা অফিস ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ স্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও পূজা সাদাঘাট পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রত্যক্ষভাবে সরকারি বিধি/বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২.২। প্রথমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীগণকে সাধারণত জেলার বাইরে বদলি করা হইবে না। তবে সরকার প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বদলি করিতে পারিবে।

২.৩। জেলা পরিষদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা-কর্মচারীগণকে জেলার অভ্যন্তরে এক সরকারি বিদ্যালয় হইতে অন্য সরকারি বিদ্যালয়ে বদলি করিতে পারিবে;

২.৪। বেসরকারি মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির সকল সিদ্ধান্ত পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

৩.০। ছুটি:

৩.১। নৈমিত্তিক ছুটি:

পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব কাৰ্য্যভার প্রতিনিধি/কর্মকর্তা (যিনি আবেদনকারীর কর্মকর্তার নিম্ন পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা হইবে বা) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এর নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিবেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত নীতি বহাল থাকিবে।

৩.২। অর্জিত ছুটি:

সরকারি প্রচলিত নিয়ম বহাল থাকিবে। তবে প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত ও অন্যান্য কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে মাধ্যমিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৪.০। বার্ষিক পোশাকী অনুবেতন:

৪.১। জেলা শিক্ষা অফিসার/সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এর বার্ষিক পোশাকী অনুবেতন পরিষদ চেয়ারম্যান করিবেন এবং হ্রাসকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪.২। অন্যান্য কর্মকর্তা/শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বহাল থাকিবে।

৫.০। উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকর্তা:

৫.১। পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার অভ্যন্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক উপরের (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত "কার্যাবলি" বাস্তবায়নের জন্য সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প জেলা শিক্ষা অফিসার/সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ম্যানেজিং কমিটির সহায়তার সরকারি বিধিমাতে প্রদান, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে;

৫.২। জাতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক উপরের (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত "কার্যাবলি" সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিবে।

৬.০। বিধি:

বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক কর্ম/কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচি সরকারের অনুমোদনক্রমে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হইবে।

*(Handwritten signatures)*

৭.০। চুক্তি সংশোধন:

৭.১। যাদাবাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসমূহ প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনাশূর্বক জনস্বার্থে একাধিকবার ভিত্তিতে এই চুক্তি পরিবর্তন, পরিমর্জন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে;


৭.২। চুক্তি বাতিলকরণের এবং ইহার ব্যাধার স্থানান্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যাদাবাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য দেখা দিলে বিষয়টি নিম্নলিখিত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি সচিব পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান সরকারি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হইবে এবং পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান মন্ত্রণালয় উক্ত বিষয়ে মত পার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিবের সহায়তায় এবং যাদাবাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/চুক্তি নিষ্পত্তি গ্রহণ করিবে।


৭.৩। চুক্তিনামায় যে সব বিষয় বর্ণিত বা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সে সব বিষয় সরকারের বিদ্যমান ও প্রযোজ্য আইন/নির্দেশ/বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

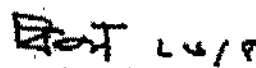
৮। যাদাবাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এবং এর অধিকার সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন এর সাথে এ চুক্তির কোন অংশ (শর্ত, ধারা, উপ-ধারা) অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে তাহা সংশোধনযোগ্য মর্মে পদ্য হইবে।

এ চুক্তি অদ্য ২৬ মে, ২০১৪ খ্রি./১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জামি মিছিল কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান, যাদাবাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষে এই চুক্তিপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি উপরে বর্ণিত শর্তে গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

  
(জামি কুমার চাকমা)  
চেয়ারম্যান  
যাদাবাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

  
(এ. কে. সাহা)  
অতিরিক্ত সচিব  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিবেক্ষক  
  
(সব বিজয় কিশোর সিংহ, একসি)  
সচিব  
পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান সরকার